বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২০-২০২১

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট
বাড়ি নং-৪৪, সড়ক নং-১২/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯
ওয়েবসাইট: www.pmeat.gov.bd
e-mail: md@pmeat.gov.bd
ফোন: ০২-৫৫০০০৪২৩ ফ্যাক্স: ০২-৮১৯১০১৯

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২০-২০২১

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট
বাড়ি নং-৪৪, সড়ক নং-১২/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯
ওয়েবসাইট: www.pmeat.gov.bd
e-mail: md@pmeat.gov.bd
ফোন: ০২-৫৫০০০৪২৩ ফ্যাক্স: ০২-৮১৯১০১৯

বার্ষিক প্রতিবেদন

জুলাই ২০২০ - জুন ২০২১

প্রধান পৃষ্ঠপোষক : **ডা. দীপু মনি এম.পি.**
মাননীয় মন্ত্রী
শিক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জনাব **মহিবুল হাসান চৌধুরী এম.পি.**
মাননীয় উপমন্ত্রী
শিক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

উপদেষ্টা : জনাব মো: **মাহবুব হোসেন**
সচিব
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

সার্বিক তত্ত্বাবধানে : **নাসরীন আফরোজ**
ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

সম্পাদনা পরিষদ :

কাজী দেলোয়ার হোসেন
পরিচালক (যুগ্মসচিব)

জান্নাতুল ফেরদৌস
উপ-পরিচালক (উপসচিব)

অধ্যাপক কাজী হাসিবুদ্দীন আহমেদ
সহকারী পরিচালক; প্রশাসন

মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন সোহাগ
সহকারী পরিচালক; উপবৃত্তি (সহযোগী অধ্যাপক)

রেজওয়ানা আক্তার জাহান
সহকারী পরিচালক; পরিকল্পনা ও উন্নয়ন (সহকারী অধ্যাপক)

যাদব সরকার
সহকারী পরিচালক; অর্থ ও হিসাব (সিনিয়র সহকারী সচিব)

মো: রাজিবুল হাসান
প্রোগ্রামার

অসীম কুমার পাল
সহকারী প্রোগ্রামার

প্রকাশকাল : অক্টোবর ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

ডিজাইন ও প্রচ্ছদ : রেজওয়ানা আক্তার জাহান

কম্পিউটার কম্পোজ : মো: মাহাতাব উদ্দিন

মুদ্রণ : বাংলাদেশ ফরমস ও প্রকাশনা অফিস (বিজিপ্রেস), তেজগাঁও, ঢাকা

বাণী

মন্ত্রী
শিক্ষা মন্ত্রণালয়

'শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ' শেখ হাসিনার বাংলাদেশ' এ প্রত্যয়কে সামনে নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা রূপকল্প ২০৪১ এর মাধ্যমে যে সুখী, সমৃদ্ধ, উন্নত ও শান্তিময় বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখিয়েছেন তা বাস্তবায়নে এবং চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চাহিদা অনুযায়ী ও ২০৩০ এর টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জনে আমাদেরকে দক্ষ ও জ্ঞান, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি নির্ভর, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ, মানবিক গুণাবলী সম্পন্ন মানব সম্পদ গড়ে তুলতে হবে। আর এ লক্ষ্য অর্জনে মানসম্মত শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। এ লক্ষ্যে সরকার শিক্ষাক্রমকে আরও যুগোপযোগীকরণ, মূল্যায়ন পদ্ধতি পরিমার্জন, তথ্য প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার, শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং অবকাঠামো উন্নয়নে কাজ করছে। উচ্চ শিক্ষার মান উন্নয়নে এক্রেডিটেশন কাউন্সেল গঠন করা হয়েছে। শিক্ষা ও গবেষণা খাতকে প্রাধান্য দিয়ে বর্তমান সরকার নতুন নতুন উদ্ভাবন, গবেষণায় প্রণোদনা প্রদানের পাশাপাশি উচ্চশিক্ষাকে আরও সহজলভ্য করার অংশ হিসেবে সকল জেলায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে এবং তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। কারিগরি শিক্ষার ওপর দেয়া হচ্ছে বিশেষ গুরুত্ব।

দেশের দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীরা যাতে পিতা-মাতা বা অভিভাবকের আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হয় সেজন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার অভিপ্রায় ও সানুগ্রহ নির্দেশনা অনুযায়ী ২০১২ খ্রিস্টাব্দে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট স্থাপন করা হয়। প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের আওতায় ২০২০-২১ অর্থবছরে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক এবং স্নাতক ও সমমান পর্যায়ে ৪১,০৫,২৬৯ (এক চল্লিশ লক্ষ পাঁচ হাজার দুইশত উনসত্তর) জন দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীর মাঝে উপবৃত্তি ও টিউশন ফি বাবদ ১৪৪৫,৪৯,২০,৮৩০ (এক হাজার চারশত পঁয়তাল্লিশ কোটি উনপঞ্চাশ লক্ষ বিশ হাজার আটশত ত্রিশ) টাকা ইএফটিএন এবং অনলাইন ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে বিতরণ করা হয়। এবারই প্রথম অবেদনপত্র গ্রহণ থেকে উপবৃত্তি বিতরণ পর্যন্ত সকল কার্যক্রম ডিজিটাল পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা হয়।

উপবৃত্তি ও টিউশন ফি বিতরণের পাশাপাশি ট্রাস্ট থেকে দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি নিশ্চিতকরণে ভর্তি সহায়তা, দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীকে চিকিৎসার জন্য এককালীন চিকিৎসা অনুদান এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালকের জরুরি তহবিল থেকে আপৎকালীন আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। পাশাপাশি উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণায় নিয়োজিত গবেষকদের এম.ফিল. ও পিএইচ.ডি. কোর্সে ফেলোশিপ ও বৃত্তি প্রদান করা হয়।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট দেশের মধ্যে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে অধ্যয়নরত অনন্য মেধাবী শিক্ষার্থীদেরকে স্বীকৃতি ও উৎসাহ প্রদানের জন্য শিক্ষার্থীদের মাঝে বঙ্গবন্ধু স্কলার নির্বাচন ও বৃত্তি প্রদান কার্যক্রম গ্রহণ করেছে যা অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের ২০২০-২১ অর্থবছরের কার্যক্রমের উপর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এ প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি রইলো আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

(ডা. দীপু মনি এম.পি.)

বাণী

উপমন্ত্রী
শিক্ষা মন্ত্রণালয়

একটি উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনের জন্য দেশের বৃহৎ জনগোষ্ঠিকে দক্ষ জনসম্পদে পরিণত করে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই বর্তমান সরকারের লক্ষ্য। এ কারণে বর্তমান সরকার শিক্ষার প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করছে। দেশের দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীরা যাতে পিতা-মাতা ও অভিভাবকের আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হয় সে জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার অভিপ্রায় ও নির্দেশনা অনুযায়ী ২০১২ খ্রিস্টাব্দে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট স্থাপন করা হয়।

ট্রাস্ট তহবিলের অর্থে ২০১২-১৩ অর্থবছর থেকে স্নাতক ও সমমান পর্যায়ে উপবৃত্তি প্রদান কার্যক্রম শুরু হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১ খ্রি. স্নাতক ও সমমান পর্যায়ে ১,৮২,১০৩ জন দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীর মাঝে উপবৃত্তি ও টিউশন ফি বাবদ ৯৭,০৯,৮৫,৫৮০ (সাতানব্বই কোটি নয় লক্ষ পঁচাশি হাজার পাঁচশত আশি) টাকা ইএফটিএন এবং অনলাইন ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে বিতরণ করেন। প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের আওতায় গত ২২ জুন ২০২১ খ্রি. তারিখে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মাধ্যমিক পর্যায়ে ৩২,৭১,০৫৯ (বত্রিশ লক্ষ একাত্তর হাজার ঊনষাট) জন দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীর মাঝে উপবৃত্তি ও টিউশন ফি বাবদ ৮৭০,০৮,২৫,৫৫০ (আটশত সত্তর কোটি আট লক্ষ পচিশ হাজার পাঁচশত পঞ্চাশ) টাকা, উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ৬,৫২,১০৭ (ছয় লক্ষ বায়ান্ন হাজার একশত সাত) জন দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীর মাঝে ৪৭৮,৩১,০৯,৭০০ (চারশত আটাত্তর কোটি একত্রিশ লক্ষ নয় হাজার সাতশত) টাকা ইএফটিএন এবং অনলাইন ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে বিতরণ করেন।

এছাড়া, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট থেকে দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি নিশ্চিতকরণে ভর্তি সহায়তা এবং দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীকে এককালীন চিকিৎসা অনুদান প্রদান করা হয়। ২০২০-২১ অর্থবছরে এম.ফিল. কোর্সে ১৪ জন গবেষকের বিপরীতে ১২,৬০,০০০ (বার লক্ষ ষাট হাজার) টাকা এবং পিএইচ.ডি. কোর্সে ১৪ জন গবেষকের বিপরীতে ২৪,৩০,০০০ (চব্বিশ লক্ষ ত্রিশ হাজার) টাকা ফেলোশিপ ও বৃত্তি বাবদ ছাড় করা হয়। ব্যবস্থাপনা পরিচালকের জরুরি তহবিল থেকে ০৩ (তিন) জন দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীকে ১,২০,০০০ (এক লক্ষ বিশ হাজার) টাকা আপৎকালীন আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের ২০২০-২১ অর্থবছরের সার্বিক কার্যক্রমের উপর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই এবং আমি ট্রাস্টের উত্তরোত্তর সফলতা কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হউক

(মহিবুল হাসান চৌধুরী এম.পি.)

বাণী

সচিব
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট এর ২০২০-২১ অর্থবছরের কার্যক্রমের উপর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের বিগত বছরের সার্বিক কার্যক্রমের উপর স্বচ্ছ ধারণা পেতে এটি সহায়ক ভূমিকা রাখবে। অর্থের অভাবে শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্ভাবনী ধারণা ও নির্দেশনা অনুযায়ী ২০১২ খ্রিস্টাব্দে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট স্থাপন করা হয়। প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট হতে ৬ষ্ঠ থেকে স্নাতক ও সমমান পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীদের উপবৃত্তি, টিউশন ফি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তিতে ভর্তি সহায়তা ও দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত শিক্ষার্থীকে চিকিৎসার ব্যয় নির্বাহে এককালীন চিকিৎসা অনুদান প্রদান করা হয়।

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের আওতায় ২০২০-২১ অর্থবছরে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক ও সমমান পর্যায়ে ৪১,০৫,২৬৯ (এক চল্লিশ লক্ষ পাঁচ হাজার দুইশত উনসত্তর) জন দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীর মাঝে উপবৃত্তি ও টিউশন ফি বাবদ ১৪৪৫,৪৯,২০,৮৩০ (এক হাজার চারশত পঁয়তাল্লিশ কোটি উনপঞ্চাশ লক্ষ বিশ হাজার আটশত ত্রিশ) টাকা ইএফটিএন এবং অনলাইন ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে বিতরণ করা হয়।

উপবৃত্তি বিতরণের পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট থেকে দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি নিশ্চিতকরণে এককালীন ভর্তি সহায়তা এবং দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীকে এককালীন চিকিৎসা অনুদান প্রদান করা হয়। এম.ফিল. ও পিএইচ.ডি. কোর্সে নিবন্ধিত বা গবেষণায় নিয়োজিত গবেষককে উচ্চ শিক্ষার জন্য ফেলোশিপ ও বৃত্তি প্রদান করা হয়। এছাড়া, ব্যবস্থাপনা পরিচালকের জরুরি তহবিল থেকে ০৩ (তিন) জন দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীকে ১,২০,০০০ (এক লক্ষ বিশ হাজার) টাকা আপৎকালীন আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে মেধাবী শিক্ষার্থীদেরকে স্বীকৃতি ও উৎসাহ প্রদানে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট কর্তৃক বঙ্গবন্ধু স্কলার নির্বাচন ও বৃত্তি প্রদানের জন্য দেশের মধ্যে সকল সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ১৩টি ক্ষেত্রে ১৩ জন অনন্য মেধাবী শিক্ষার্থীকে এককালীন ৩ লক্ষ টাকার একাউন্ট পে-চেক, ১টি সার্টিফিকেট ও ১টি ক্রেস্ট প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ঘোষিত রূপকল্প ২০৪১ এর মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত সমৃদ্ধ দেশ তথা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বির্নিমাণের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট শিক্ষা ক্ষেত্রে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আমি ট্রাস্টের সার্বিক সফলতা কামনা করছি। প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশে যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, তাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

(মোঃ মাহবুব হোসেন)

উপক্রমণিকা

ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সানুগ্রহ অভিপ্রায় ও নির্দেশনা অনুযায়ী শিক্ষার সুযোগ তথা সার্বজনীন মৌলিক মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট আইন ২০১২ এর ৩(১) উপধারা অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট স্থাপন করা হয়। ট্রাস্ট আইনের ৭(১) উপধারা অনুযায়ী পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উপদেষ্টা পরিষদের চেয়ারম্যান। ট্রাস্ট আইনের ৮(১) উপধারা অনুযায়ী ছাব্বিশ সদস্য বিশিষ্ট একটি ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করা হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ট্রাস্টি বোর্ডের সভাপতি এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ট্রাস্টি বোর্ডের সহ সভাপতি।

সরকার কর্তৃক সিডমানি হিসেবে প্রদত্ত অর্থের লভ্যাংশ দ্বারা দেশের সরকারি-বেসরকারি সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্নাতক ও সমমান পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীদের উপবৃত্তি, টিউশন ফি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তিতে ভর্তি সহায়তা ও দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত শিক্ষার্থীকে চিকিৎসার ব্যয় নির্বাহে এককালীন চিকিৎসা অনুদান প্রদান করা হয়। এছাড়া, উচ্চ শিক্ষায় ফেলোশিপ ও বৃত্তি বাবদ এম.ফিল. পর্যায়ে দু'বছর মেয়াদে এবং পিএইচ.ডি. পর্যায়ে তিন বছর মেয়াদে ফেলোশিপ প্রদান করা হয়। ২০২০-২১ অর্থবছর থেকে ব্যবস্থাপনা পরিচালকের জরুরি তহবিল থেকে আপৎকালীন আর্থিক সহায়তা হিসেবে প্রয়োজন ও চাহিদার নিরিখে বিপদগ্রস্থ শিক্ষার্থীদের এককালীন অনুদান প্রদান করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, ২০২০-২১ অর্থবছরে স্নাতক ও সমমান পর্যায়ে ১,৮২,১০৩ জন দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাঝে উপবৃত্তি ও টিউশন ফি বাবদ ৯৭,০৯,৮৫,৫৮০ (সাতানব্বই কোটি নয় লক্ষ পঁচাশি হাজার পাঁচশত আশি) টাকা ইএফটিএন এবং অনলাইন ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে বিতরণ করা হয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ নির্দেশনা অনুযায়ী শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সকল উপবৃত্তি কার্যক্রম গত ০১ জুলাই ২০২০ খ্রি. তারিখ থেকে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের মাধ্যমে পরিচালনা করা হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচির আওতায় ২০২০-২১ অর্থবছরে মাধ্যমিক পর্যায়ে ৩২,৭১,০৫৯ (বত্রিশ লক্ষ একাত্তর হাজার ঊনষাট) জন দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাঝে উপবৃত্তি ও টিউশন ফি বাবদ ৮৭০,০৮,২৫,৫৫০ (আটশত সত্তর কোটি আট লক্ষ পঁচিশ হাজার পাঁচশত পঞ্চাশ) টাকা, উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ৬,৫২,১০৭ (ছয় লক্ষ বায়ান্ন হাজার একশত সাত) জন দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষার্থীদের মাঝে ৪৭৮,৩১,০৯,৭০০ (চারশত আটাত্তর কোটি একত্রিশ লক্ষ নয় হাজার সাতশত) টাকা উপবৃত্তি ও টিউশন ফি বাবদ বিতরণ করা হয়।

শিক্ষার মানোন্নয়ন, শিক্ষার্থী ঝরে পড়া রোধ, নারী শিক্ষার প্রসার, বাল্য বিবাহ নিরসন এবং নারীকে আত্মপ্রত্যয়ী করে গড়ে তোলার উপায় ও পদ্ধতি নিয়ে জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া-র সদস্যবৃন্দসহ সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ের জনগণের সাথে মতবিনিময় করা হয়। প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট কর্তৃক করোনাকালীন অনলাইন জুমএ্যাপের মাধ্যমে জেলা পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সংযুক্ত করে 'শিক্ষা সহায়তা ব্যবস্থাপনা ও উপবৃত্তি বাস্তবায়ন শীর্ষক' প্রশিক্ষণ-কর্মশালা আয়োজন করা হয়। প্রতিবছর বার্ষিক প্রতিবেদন, ট্রাস্টের পরিচিতি সম্পর্কিত Brochure, নারী শিক্ষার প্রসার, বাল্যবিবাহ রোধ ও শিক্ষা সহায়ক পোস্টার প্রকাশ করে মন্ত্রণালয়, বিভাগ, বিভিন্ন দপ্তর-পরিদপ্তর, বিভাগ ও জেলা-উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি অফিস ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রেরণ করা হয়।

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের ২০২০-২১ অর্থবছরের সার্বিক কার্যক্রম সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা পেতে এটি সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আমি আশা করি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ অভিপ্রায় ও নির্দেশনার ভিত্তিতেই ট্রাস্টের মাধ্যমে শিক্ষা সহায়তার মহান পথ চলা শুরু হয়েছে। পাশাপাশি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী, মাননীয় শিক্ষা উপমন্ত্রী, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব এবং কারিগরি ও মাদরাসা বিভাগের সচিব মহোদয়ের নির্দেশনা আমাদের পথ চলায় বাড়তি গতি প্রদান করছে। প্রতিবেদনটি আকর্ষণীয় করতে সকলের আন্তরিক প্রয়াস ছিলো; সর্বাত্মক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বিদ্যমান অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি বিচ্যুতি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখতে বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। এ প্রতিবেদন প্রকাশে যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন এবং মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

(নাসরীন আফরোজ)

সূচিপত্র

ক্রমিক	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
০১	রূপকল্প, অভিলক্ষ্য এবং প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের পরিচিতি	৯
০২	প্রধান পৃষ্ঠপোষক	৯
০৩	উপদেষ্টা পরিষদ	৯
০৪	ট্রাস্টি বোর্ড	১০
০৫	উপদেষ্টা পরিষদের সভা	১০
০৬	ট্রাস্টি বোর্ডের সভা	১১
০৭	প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের দায়িত্ব ও কার্যাবলি	১২
০৮	অনুমোদিত জনবল, নিয়োগ ও পদায়ন	১৩
০৯	প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের কার্যক্রম	১৩
১০	উপবৃত্তি বিতরণ	১৪-১৬
১১	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি নিশ্চিতকরণে ভর্তি সহায়তা প্রদান	১৬
১২	দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত শিক্ষার্থীদের এককালীন চিকিৎসা অনুদান প্রদান	১৭-১৮
১৩	শিক্ষা উপকরণ বিতরণ	১৯
১৪	ব্যবস্থাপনা পরিচালকের জরুরি তহবিল থেকে আপৎকালীন আর্থিক সহায়তা প্রদান	১৯
১৫	উচ্চ শিক্ষায় ফেলোশিপ ও বৃত্তি প্রদান	২০
১৬	বঙ্গবন্ধু স্কলার নির্বাচন ও বৃত্তি প্রদান	২০
১৭	শিক্ষা সহায়তা ব্যবস্থাপনা ও উপবৃত্তি বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন	২১-২২
১৮	অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা আয়োজন	২৩-২৫
১৯	ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ উদযাপন	২৫
২০	জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান -এঁর জন্মশত বার্ষিকী উদযাপন	২৬
২১	ডিজিটাল ওয়াল্ড ২০২০ ভার্চুয়ালি মেলায় অংশগ্রহণ	২৭
২২	জাতীয় শোক দিবস ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান -এঁর ৪৫ তম শাহাদাৎ বার্ষিকী উদযাপন	২৭
২৩	মহান বিজয় দিবস ২০২০ উদযাপন	২৮
২৪	আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ও শহীদ দিবস উদযাপন	২৮
২৫	উপবৃত্তি ও টিউশন ফি বাবদ প্রদত্ত অর্থ	২৯
২৬	২০২০-২১ অর্থবছরে রাজস্ব বাজেট থেকে প্রাপ্তি ও খরচ	৩০
২৭	করোনাকালীন ট্রাস্ট কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম	৩০
২৮	উদ্ভাবন (ইনোভেশন) কার্যক্রম	৩১
২৯	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর স্বহস্তে লিখিত সানুগ্রহ নির্দেশনা	৩২
৩০	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২০-২১	৩২

রূপকল্প (Vision)

উপবৃত্তি ও শিক্ষা সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থী ঝরে পড়া রোধকরণ।

অভিলক্ষ্য (Mission)

সারা দেশের দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি ও টিউশন ফি এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তিতে ভর্তি সহায়তা ও দুর্ঘটনায় আহত শিক্ষার্থীদের চিকিৎসায় অনুদান প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষা নিশ্চিতকরণ।

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের পরিচিতি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্ভাবনী ধারণা, সানুগ্রহ অভিপ্রায় ও নির্দেশনা অনুযায়ী অর্থের অভাবে শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত দেশের সকল শিক্ষার্থীদের শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০১২ খ্রিস্টাব্দে প্রধানন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট স্থাপন করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এর প্রধান পৃষ্ঠপোষক এবং ০৫ (পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা পরিষদের চেয়ারম্যান। এছাড়াও, প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনার জন্য ২৬ (ছাব্বিশ) সদস্য বিশিষ্ট একটি ট্রাস্টি বোর্ড রয়েছে। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী উক্ত ট্রাস্টি বোর্ডের সভাপতি। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের একজন অতিরিক্ত সচিব ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য সচিব হিসেবে - এর দায়িত্ব পালন করছেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্ভাবনী ধারণা, সানুগ্রহ অভিপ্রায় ও নির্দেশনা অনুযায়ী দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা নিশ্চিত করার নিমিত্ত দেশের সকল সরকারি বেসরকারি স্কুল/কলেজ/মাদরাসা/ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদানের জন্য একটি 'ট্রাস্ট ফান্ড' গঠনের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০ এপ্রিল ২০১০ তারিখে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়কে একটি লিখিত নির্দেশনা প্রদান করেন। এ ফান্ড গঠনের সম্ভাব্যতা পরীক্ষাপূর্বক প্রয়োজনীয় সুপারিশমালা প্রণয়নের জন্য মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রীকে আহ্বায়ক করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক ১৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ০৯ আগস্ট ২০১০ তারিখের সভায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) কে আহ্বায়ক করে একটি টেকনিক্যাল উপ-কমিটি গঠন করা হয়। এছাড়া প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ১৭ আগস্ট ২০১০ তারিখের প্রজ্ঞাপনে মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়কে আহ্বায়ক করে ট্রাস্ট ফান্ড গঠন ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নীতিমালা প্রণয়নের জন্য একটি উপ-কমিটি গঠন করা হয়। এ বিষয়ে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে বিভিন্ন সময়ে ০৫ টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্তের আলোকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ৩১ জানুয়ারি ২০১১ তারিখের পত্রে ট্রাস্ট ফান্ড গঠন সম্পর্কিত প্রতিবেদন, নীতিমালা ও আইনের খসড়া পরিকল্পনা কমিশনে পেশ করা হয়।

পরবর্তীতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদনটি পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় থেকে একটি নির্বাহী সার-সংক্ষেপের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট পেশ করা হয়। প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট ফান্ড আইন, ২০১১ প্রণয়নের জন্য মাননীয় পরিকল্পনামন্ত্রী ০৬ মার্চ ২০১১ তারিখে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর বরাবর একটি আধা সরকারি পত্র প্রেরণ করেন। মাননীয় পরিকল্পনামন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট ফান্ড আইন, ২০১১ এর খসড়া প্রণয়ন করে Rules of Business, ১৯৯৬ এবং সচিবালয় নির্দেশমালা, ২০০৮ এর বিধান অনুযায়ী উক্ত ট্রাস্ট ফান্ড সংক্রান্ত প্রণীত খসড়া আইনটি ১২ সেপ্টেম্বর ২০১১ তারিখের মন্ত্রিসভায় নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়।

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট আইন, ২০১১ বিগত ১২ ডিসেম্বর ২০১১ তারিখে মন্ত্রিসভার চূড়ান্ত অনুমোদন লাভ করে। ১১ মার্চ ২০১২ তারিখে নবম জাতীয় সংসদের দ্বাদশ অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট বিল, ২০১২ পাস হয়। সংবিধানের ৮০(২) অনুচ্ছেদ অনুসারে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ১৪ মার্চ ২০১২ তারিখে উক্ত বিলে সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেন এবং ঐ তারিখেই প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট আইন, ২০১২ বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ট্রাস্ট আইনের ৩(১) উপ-ধারার বিধান অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট নামে একটি 'ট্রাস্ট' স্থাপন করা হয়। এ আইনের ৭(১) উপ-ধারার বিধান অনুযায়ী ০৫ (পাঁচ) সদস্যবিশিষ্ট একটি 'উপদেষ্টা পরিষদ' গঠন করা হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উপদেষ্টা পরিষদ - এর চেয়ারম্যান। এ আইনের ৮(১) উপ-ধারা অনুযায়ী ২৬ (ছাব্বিশ) সদস্যবিশিষ্ট একটি 'ট্রাস্টি বোর্ড' গঠন করা হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ট্রাস্টি বোর্ড-এর চেয়ারম্যান এবং ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ট্রাস্টের সদস্য সচিব।

প্রধান পৃষ্ঠপোষক

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট আইন, ২০১২ এর ৬ ধারা অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ট্রাস্টি বোর্ডের প্রধান পৃষ্ঠপোষক।

উপদেষ্টা পরিষদ

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট আইন, ২০১২ এর ৭(১) উপধারা অনুযায়ী ০৫ (পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট একটি উপদেষ্টা পরিষদ রয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উপদেষ্টা পরিষদের চেয়ারম্যান।

ক্রম:	বিবরণ		কমিটিতে অবস্থান
১.	প্রধানমন্ত্রী	:	চেয়ারম্যান
২.	অর্থ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী	:	সদস্য
৩.	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী	:	সদস্য
৪.	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী	:	সদস্য
৫.	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী	:	সদস্য

ট্রাস্টি বোর্ড

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট আইন, ২০১২ এর ৮(১) উপধারা অনুযায়ী ২৬ (ছাব্বিশ) সদস্য বিশিষ্ট একটি ট্রাস্টি বোর্ড রয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী ট্রাস্টি বোর্ডের সভাপতি এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী ট্রাস্টি বার্ডের সহ সভাপতি। গত ২২ সেপ্টেম্বর ২০২১ তারিখে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী ট্রাস্টি বোর্ড -এর গঠন নিম্নরূপ:

ক্রম:	বিবরণ	কমিটিতে অবস্থান
১.	মাননীয় মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার :	সভাপতি
২.	মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার :	সহ-সভাপতি
৩.	মাননীয় উপমন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার :	সদস্য
৪.	মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা :	সদস্য
৫.	সিনিয়র সচিব, অর্থবিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা :	সদস্য
৬.	সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা :	সদস্য
৭.	সচিব, কারিগরি ও মাদ্‌রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা :	সদস্য
৮.	সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, শেরে-বাংলা নগর, ঢাকা :	সদস্য
৯.	সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা :	সদস্য
১০.	সদস্য, আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা :	সদস্য
১১.	চেয়ারম্যান, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, আগারগাঁও, ঢাকা :	সদস্য
১২.	প্রফেসর ড. মো: আখতারুজ্জামান, ভাইস চ্যান্সেলর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা :	সদস্য
১৩.	মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, ঢাকা :	সদস্য
১৪.	মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা :	সদস্য
১৫.	মহাপরিচালক, মাদ্‌রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা :	সদস্য
১৬.	সভাপতি, ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বারস্ অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফবিসিসিআই), ঢাকা :	সদস্য
১৭.	সভাপতি, ব্যাংকার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (BAB), গুলশান, ঢাকা :	সদস্য
১৮.	প্রফেসর আহাম্মেদ সাজ্জাদ রশীদ, সাবেক মহাপরিচালক, জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমী (নায়েম), ঢাকা :	সদস্য
১৯.	অধ্যক্ষ, ঢাকা কলেজ, ঢাকা :	সদস্য
২০.	অধ্যক্ষ, পুরান বাজার ডিগ্রী কলেজ, চাঁদপুর :	সদস্য
২১.	প্রধান শিক্ষক, ডা: খাস্তগীর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম :	সদস্য
২২.	অধ্যক্ষ, সামসুল হক খান স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা :	সদস্য
২৩.	অধ্যক্ষ, সরকারি আলিয়া মাদ্‌রাসা, সিলেট :	সদস্য
২৪.	অধ্যক্ষ, গোপালগঞ্জ আলিয়া মাদ্রাসা, গোপালগঞ্জ সদর, গোপালগঞ্জ :	সদস্য
২৫.	অধ্যক্ষ, মহিলা পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, ঢাকা :	সদস্য
২৬.	ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট, ধানমন্ডি, ঢাকা :	সদস্য-সচিব

উপদেষ্টা পরিষদের সভা

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট আইন, ২০১২ এর ৭ (৩) উপধারা (১) এর অধীন গঠিত উপদেষ্টা পরিষদ প্রয়োজন বোধে, সময় সময়, ট্রাস্টি বোর্ডকে দিক নির্দেশনা ও পরামর্শ প্রদান করবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে উপদেষ্টা পরিষদের সর্বশেষ সভা ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। এ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত উপদেষ্টা পরিষদের সভার তথ্য নিম্নরূপ:

সভাসমূহ	সভার সভাপতি	অনুষ্ঠিত সভার তারিখ	সভার স্থান
ষষ্ঠ সভা	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০ খ্রি.	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
পঞ্চম সভা	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	২৩ মে ২০১৮ খ্রি.	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
চতুর্থ সভা	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	২৩ এপ্রিল ২০১৭ খ্রি.	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
তৃতীয় সভা	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	২০ এপ্রিল ২০১৬ খ্রি.	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
দ্বিতীয় সভা	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	০৫ এপ্রিল ২০১৫ খ্রি.	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
প্রথম সভা	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	১৩ মার্চ ২০১৩ খ্রি.	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে রোববার প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের উপদেষ্টা পরিষদ এর ৬ষ্ঠ সভা অনুষ্ঠিত হয় - ইয়াসিন কবির জয়/ফোকাস বাংলা নিউজ

[মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০ খ্রিস্টাব্দে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের উপদেষ্টা পরিষদ-এর ষষ্ঠ সভা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়।]

ট্রাস্টি বোর্ডের সভা

ট্রাস্ট আইনে প্রতি চার মাসে বোর্ডের অন্তত একটি সভা আয়োজনের উল্লেখ রয়েছে। ট্রাস্টি বোর্ডের ২০২১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত সভার তথ্য নিম্নরূপ:

সভার ক্রম	সভার সভাপতি	অনুষ্ঠিত সভার তারিখ	সভার স্থান
একাদশতম সভা	মাননীয় মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	১৪ জানুয়ারি ২০২১ খ্রি.	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ থেকে ভিডিও কনফারেন্সিং (জুম অ্যাপ) এর মাধ্যমে
দশম সভা	মাননীয় মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	১৫ জানুয়ারি ২০২০ খ্রি.	সম্মেলন কক্ষ, নায়েম, শিক্ষা মন্ত্রণালয়
নবম সভা	মাননীয় মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ খ্রি.	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ
অষ্টম সভা	মাননীয় মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৮ খ্রি.	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ
সপ্তম সভা	মাননীয় মন্ত্রী, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	১৮ জানুয়ারি ২০১৮ খ্রি.	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ
ষষ্ঠ সভা	মাননীয় মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	০৩ আগস্ট ২০১৭ খ্রি.	প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের সম্মেলন কক্ষ
পঞ্চম সভা	মাননীয় মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৬ খ্রি.	প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের সম্মেলন কক্ষ
চতুর্থ সভা	মাননীয় মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	১২ অক্টোবর ২০১৫ খ্রি.	প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের সম্মেলন কক্ষ
তৃতীয় সভা	মাননীয় মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	১২ জানুয়ারি ২০১৫ খ্রি.	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ
দ্বিতীয় সভা	মাননীয় মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	১১ জুন ২০১৪ খ্রি.	প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের সম্মেলন কক্ষ
প্রথম সভা	মাননীয় মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	০২ মে ২০১৩ খ্রি.	শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ

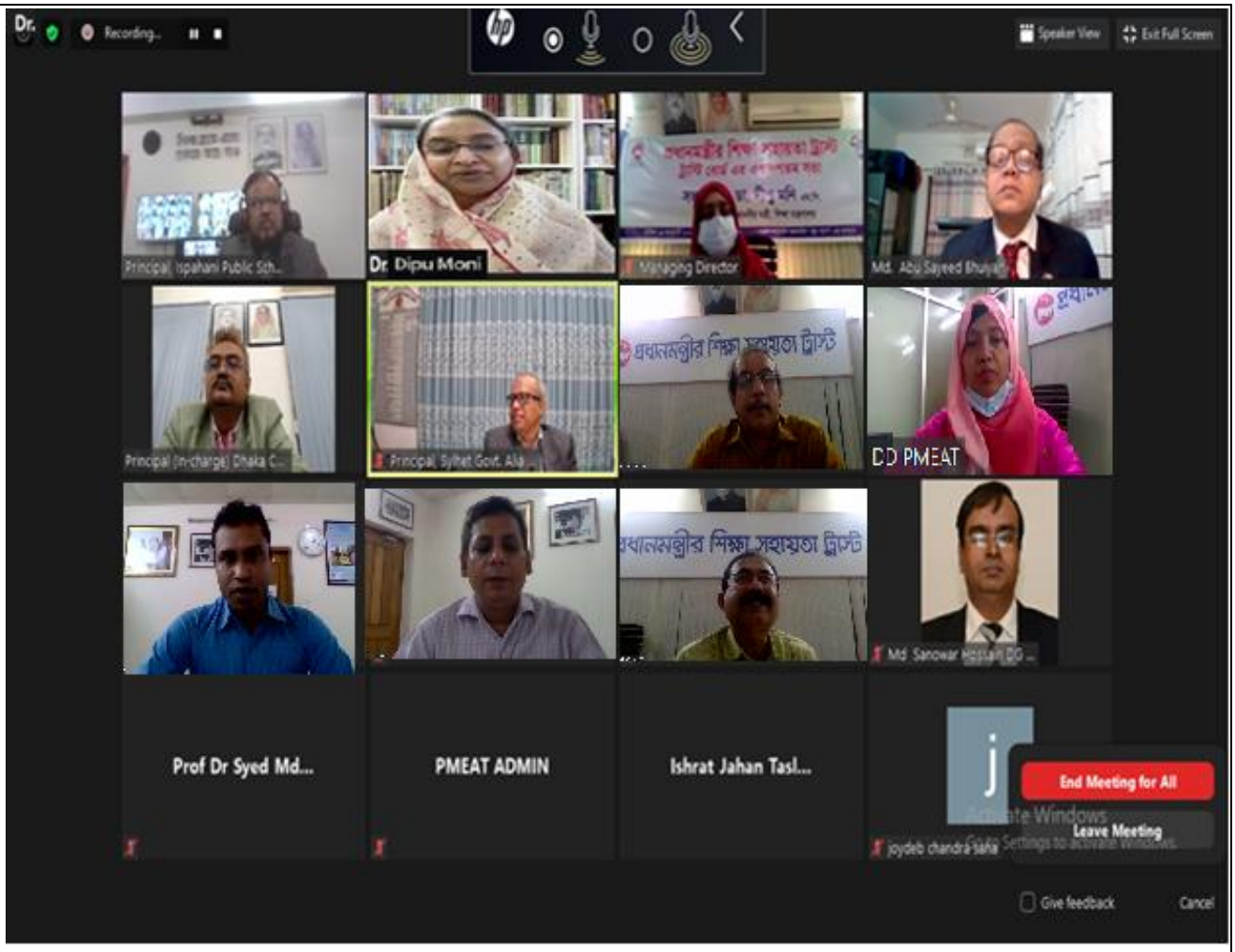

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি এম.পি'র সভাপতিত্বে ১৪ জানুয়ারি ২০২১ খ্রিস্টাব্দে ট্রাস্টি বোর্ডের অনুষ্ঠিত একাদশতম সভা

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের দায়িত্ব ও কার্যাবলি

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট আইন, ২০১২ অনুসারে ট্রাস্টের কার্যাবলি নিম্নরূপ:

১. ষষ্ঠ থেকে স্নাতক ও সমমান শ্রেণি পর্যন্ত দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের বিনা বেতনে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি ও উপবৃত্তি প্রদান;
২. ট্রাস্ট তহবিলের জন্য অর্থ সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিনিয়োগ;
৩. প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষার্থী নির্বাচনের মানদণ্ড নির্ধারণ;
৪. উপবৃত্তির হার ও পরিমাণ নির্ধারণ;
৫. ট্রাস্টের সকল স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও হেফাজতকরণ;
৬. ট্রাস্টের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের নিমিত্ত বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণসহ যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ;
৭. ট্রাস্টের অধীন গবেষণা কার্যক্রম পরিচালন;
৮. মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর এবং মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ট্রাস্ট ফান্ড সংক্রান্ত কাজে সম্পৃক্তকরণ;
৯. শিক্ষা কার্যক্রমে সরকারি-বেসরকারি সংস্থা এবং সমাজের বিত্তশালীদের সম্পৃক্তকরণ;
১০. শিক্ষার্থী ঝরে পড়া রোধসহ সকল পর্যায়ে শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিতকরণ; এবং
১১. স্নাতকোত্তর পর্যায়ে উচ্চতর গবেষণার জন্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.ফিল.ও পিএইচ.ডি. কোর্সে নিবন্ধিত বা গবেষণায় নিয়োজিত গবেষককে ফেলোশিপ ও বৃত্তি প্রদান।

অনুমোদিত জনবল, নিয়োগ ও পদায়ন

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টে সর্বমোট অনুমোদিত ৩২টি পদের মধ্যে যথাক্রমে প্রথম শ্রেণির ০৯টি, দ্বিতীয় শ্রেণির ০১টি, তৃতীয় শ্রেণির ১৩টি ও চতুর্থ শ্রেণির ০৯টি পদ রয়েছে। অনুমোদিত পদসমূহে প্রেষণ, সরাসরি নিয়োগ এবং আউট সোর্সিং-এর মাধ্যমে নিয়োগ ও পদায়ন প্রদান করা হয়।

অনুমোদিত পদের নাম	পদের সংখ্যা	কর্মরত পদের সংখ্যা	শূন্যপদের সংখ্যা
ব্যবস্থাপনা পরিচালক	০১	০১	০০
পরিচালক	০১	০১	০০
উপ পরিচালক	০১	০১	০০
সহকারী পরিচালক	০৪	০৪	০০
প্রোগ্রামার	০১	০১	০০
সহকারী প্রোগ্রামার	০১	০১	০০
হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	০১	০১	০০
ব্যক্তিগত সহকারী	০২	০২	০০
হিসাবরক্ষক	০১	০০	০১
ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	০৪	০৪	০০
অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	০৪	০৪	০০
ড্রাইভার (গাড়ী চালক)	০২	০১	০১
এমএলএসএস (অফিস সহায়ক)	০৭	০৭	০০
গার্ড	০১	০১	০
সুইপার (ক্লিনার)	০১	০১	০
মোট পদের সংখ্যা	**৩২**	**৩০**	**০২**

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের কার্যক্রম

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি, ঝরে পড়া রোধ, শিক্ষার প্রসার, বাল্যবিবাহ রোধ, নারীর ক্ষমতায়ন, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে মেয়েদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধিসহ শিক্ষাক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যাসাম্য রক্ষার লক্ষ্যে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় দেশের সকল সরকারি-বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৬ষ্ঠ থেকে স্নাতক ও সমমান পর্যায়ের দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের উপবৃত্তি, টিউশন ফি, ভর্তি সহায়তা, চিকিৎসা অনুদান এবং উচ্চ শিক্ষায় গবেষকদের ফেলোশিপ ও বৃত্তি প্রদান ট্রাস্টের মূল কার্যক্রম। প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের মাধ্যমে শিক্ষার মানোন্নয়ন, নারীশিক্ষা বিস্তার, উপবৃত্তি বাস্তবায়ন বিষয়ক মতবিনিময় সভা ও প্রশিক্ষণ র্কমশালা আয়োজন করা হয়, যা শিক্ষার হার বৃদ্ধি, ঝরে পড়া রোধ এবং শিক্ষার্থীদের মাঝে নারী-পুরুষের সাম্য প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। ক্রমবর্ধমান কাজের পরিধির আলোকে সার্বিক বিষয়াদি পর্যালোচনা করে আধুনিক এবং বাস্তব ভিত্তিক পদসোপান ও পদোন্নতির সুযোগ সম্বলিত নিয়োগ প্রবিধানমালা প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। নিয়োগ প্রবিধানমালা প্রণয়ন সম্পন্ন হলে যথাযথ জনসেবা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

■ উপবৃত্তি বিতরণ

২০২০ খ্রিস্টাব্দের উপবৃত্তি বিতরণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১ খ্রিস্টাব্দে গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে সারা দেশের স্নাতক ও সমমান পর্যায়ের ১,৮২,১০৩ (ছাত্রী ১,২৪,৩০৫ জন ও ছাত্র ৫৭,৭৯৮ জন) জন দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীর মাঝে উপবৃত্তি এবং বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপবৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীর টিউশন ফি বাবদ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ৯৭,০৯,৮৫,৫৮০ (সাতানব্বই কোটি নয় লক্ষ পঁচাশি হাজার পাঁচশত আশি) টাকা ইএফটিএন এবং অনলাইন ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে বিতরণ কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন।

[মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে করোনা মহামারির মাঝেও গত ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীর মাঝে উপবৃত্তি, টিউশন ফি, ভর্তি সহায়তা ও চিকিৎসা অনুদান বিতরণ কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন।]

[মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে গণভবন থেকে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের আওতায় স্নাতক ও সমমান শ্রেণির দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি ও টিউশন ফি বিতরণ কার্যক্রম ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে উদ্বোধনকালে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, মাননীয় উপমন্ত্রী, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব ও ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে উপস্থিত ছিলেন।]

২০১৯ খ্রিস্টাব্দের উপবৃত্তি বিতরণ

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট থেকে ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে (অর্থবছর ২০১৮-১৯) সারা দেশের স্নাতক ও সমমান পর্যায়ের মোট ২,১০,০৪৯ (ছাত্রী ১,৪৬,৮৫৮ জন ও ছাত্র ৬৩,১৯১ জন) জন দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীর মাঝে মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে উপবৃত্তি ও অনলাইন ব্যাংকিং এর মাধ্যমে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাঝে টিউশন ফি বাবদ ১১০,৯৮,৯২,৩৪০ (একশত দশ কোটি আটানব্বই লক্ষ বিরানব্বই হাজার তিনশত চল্লিশ) টাকা বিতরণ করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ১৪ মে ২০২০ খ্রিস্টাব্দে গণভবন থেকে ভিডিও করফারেন্সিং এর মাধ্যমে একযোগে উপবৃত্তি ও টিউশন ফি বিতরণ কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন।

২০১৮ খ্রিস্টাব্দের উপবৃত্তি বিতরণ

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট থেকে ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে (অর্থবছর ২০১৭-১৮) স্নাতক ও সমমান পর্যায়ের মোট ২,৬০,০৭০ (ছাত্রী ১,৯০,২৪৩ জন ও ছাত্র ৬৯,৮২৭ জন) জন শিক্ষার্থীর মাঝে মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে উপবৃত্তি ও অনলাইন ব্যাংকিং এর মাধ্যমে টিউশন ফি বাবদ ১৩৭,৬০,৮৪,০৪০ (একশত সাতত্রিশ কোটি ষাট লক্ষ চুরাশি হাজার চল্লিশ) টাকা বিতরণ করা হয়। ২৯ ডিসেম্বর ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব মো: সোহরাব হোসাইন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ থেকে মোবাইল একাউন্ট 'রকেট' এর মাধ্যমে একযোগে উপবৃত্তি বিতরণ কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন।

২০১৭ খ্রিস্টাব্দের উপবৃত্তি বিতরণ

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট থেকে ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে (অর্থবছর ২০১৬-১৭) স্নাতক ও সমমান পর্যায়ের মোট ২,৪৭,৮৩৩ (ছাত্রী ১,৮৬,৭১৪ জন ও ছাত্র ৬১,১১৯ জন) জন শিক্ষার্থীর মাঝে ১৩৪,২৪,৭৫,৪৬০ (একশত চৌত্রিশ কোটি চব্বিশ লক্ষ বত্রিশ হাজার নয়শত আশি) টাকা বিতরণ করা হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ এম.পি. ১৩ জুলাই, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ তারিখে মোবাইল একাউন্ট 'রকেট' এর মাধ্যমে উপবৃত্তি বিতরণ কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন।

২০১৬ খ্রিস্টাব্দের উপবৃত্তি বিতরণ

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট থেকে ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে (অর্থবছর ২০১৫-১৬)স্নাতক ও সমমান পর্যায়ের সর্বমোট ২,০৮,৮৮৬ (ছাত্রী ১,৬৯,৮৪৬ জন ও ছাত্র ৩৯,০৪০ জন) জন শিক্ষার্থীর মাঝে ১১৩,৬১,৩৩,৫৬০ (একশত তের কোটি একষট্টি লক্ষ তেত্রিশ হাজার পাঁচশত ষাট) টাকা বিতরণ করা হয়েছে। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ২৩ জুন, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ তারিখে উক্ত উপবৃত্তি বিতরণ কার্যক্রম শুভ উদ্বোধন করেন এবং একই দিনে সারাদেশে একযোগে উপবৃত্তি বিতরণ করা হয়।

২০১৫ খ্রিস্টাব্দের উপবৃত্তি বিতরণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সানুগ্রহ নির্দেশনায় উপবৃত্তি প্রদান কার্যক্রমে ২০১৪-১৫ অর্থবছর থেকে ছাত্রীদের পাশাপাশি ছাত্রদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ১৪,৬৭৭ (চৌদ্দ হাজার ছয়শত সাতাত্তর) জন ছাত্র এবং ১,৪৮,৪০২ (এক লক্ষ আটচল্লিশ হাজার চারশত দুই) জন ছাত্রীসহ সর্বমোট ১,৬৩,০৭৯ (এক লক্ষ তেষট্টি হাজার উনাশি) জন স্নাতক ও সমমান পর্যায়ের শিক্ষার্থীর মাঝে ৯১,৬৫,০৩,৯৮০ (একানব্বই কোটি পঁয়ষট্টি লক্ষ তিন হাজার নয়শত আশি) টাকা উপবৃত্তি বাবদ বিতরণ করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৬ এপ্রিল ২০১৫ খ্রিস্টাব্দে ১০ (দশ) জন ছাত্র-ছাত্রীকে সরাসরি উপবৃত্তির অর্থ প্রদান করেন এবং একই দিনে সারাদেশে একযোগে উপবৃত্তি বিতরণ করা হয়।

২০১৩ খ্রিস্টাব্দের উপবৃত্তি বিতরণ

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট থেকে ২০১২-১৩ অর্থবছরে স্নাতক ও সমমান পর্যায়ে ১,২৯,৮১০ (এক লক্ষ উনত্রিশ হাজার আটশত দশ) জন ছাত্রীর মাঝে মোট ৭২,৯৫,৩২,২০০ (বাহাত্তর কোটি পঁচানব্বই লক্ষ বত্রিশ হাজার দুইশত) টাকা উপবৃত্তি বাবদ প্রদান করা হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৩০ জুন, ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে স্নাতক ও সমমান পর্যায়ের ১৫ (পনের) জন ছাত্রীর মাঝে সরাসরি উপবৃত্তি অর্থ বিতরণ করেন।

সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচি (HSP) প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টে স্থানান্তর

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা-র সানুগ্রহ নির্দেশনা অনুযায়ী শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় পরিচালিত সকল উপবৃত্তি কার্যক্রম ০১ জুলাই ২০২০ খ্রি. তারিখ হতে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের মাধ্যমে পরিচালনা করা হচ্ছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে উপবৃত্তি ও টিউশন ফি বিতরণ

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ডা: দীপু মনি গত ২২ জুন ২০২১ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের আওতায় পরিচালিত সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচির মাধ্যমে ২০২০-২১ অর্থবছরে মাধ্যমিক পর্যায়ে ৩২,৭১,০৫৯ (বত্রিশ লক্ষ একাত্তর হাজার ঊনষাট) জন দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাঝে উপবৃত্তি ও টিউশন ফি বাবদ ৮৭০,০৮,২৫,৫৫০ (আটশত সত্তর কোটি আট লক্ষ পঁচিশ হাজার পাঁচশত পঞ্চাশ) টাকা, উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ৬,৫২,১০৭ (ছয় লক্ষ বায়ান্ন হাজার একশত সাত) জন দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষার্থীদের মাঝে ৪৭৮,৩১,০৯,৭০০ (চারশত আটাত্তর কোটি একত্রিশ লক্ষ নয় হাজার সাতশত) টাকা মোবাইল ব্যাংকিং ও অনলাইন ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে বিতরণ কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন।

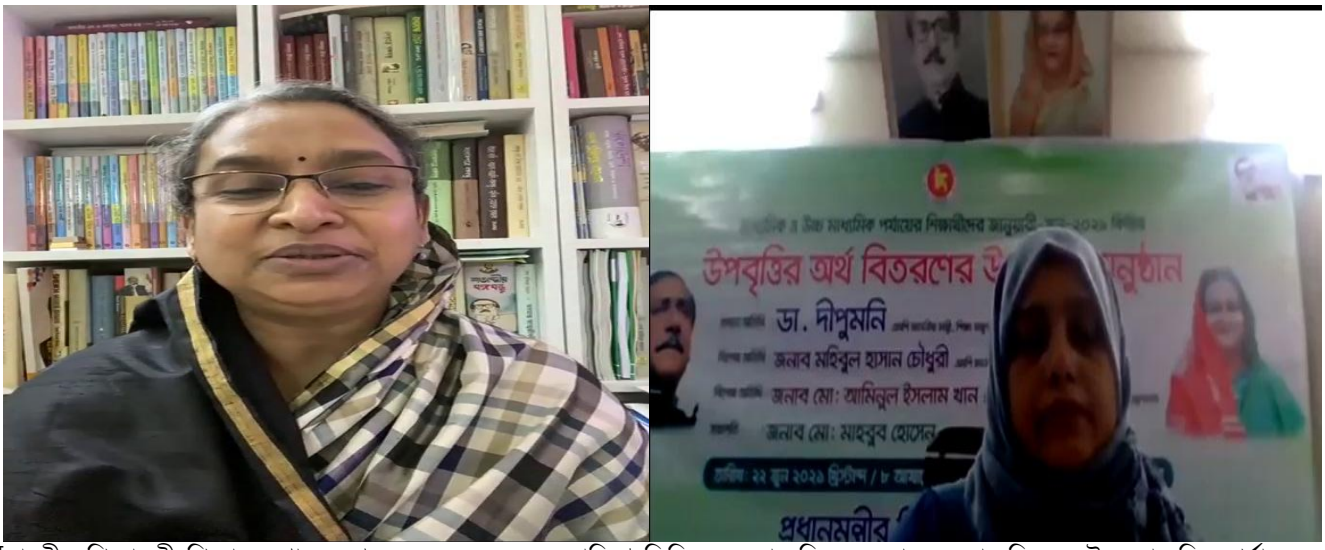

[মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে ২২ জুন ২০২১ তারিখে ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের উপবৃত্তির অর্থ বিতরণের উদ্বোধনী আনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উদ্বোধন করেন।

[মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে ২২ জুন ২০২১ তারিখে ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের উপবৃত্তির অর্থ বিতরণের উদ্বোধনী আনুষ্ঠানে বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষার্থীসহ শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কর্মকতাগণ সংযুক্ত ছিলেন]।

■ ভর্তি সহায়তা ও চিকিৎসা অনুদান প্রদান

শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তিতে ভর্তি সহায়তা প্রদানঃ

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট উপবৃত্তি বিতরণের পাশাপাশি দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি নিশ্চিতকরণে ভর্তি সহায়তা প্রদান করে থাকে। দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি নিশ্চিতকরণ নির্দেশিকার আলোকে শিক্ষার্থী প্রতি মাধ্যমিক পর্যায়ে ৫০০০ টাকা, উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ৮০০০ টাকা এবং স্নাতক ও সমমান পর্যায়ে ১০,০০০ টাকা হারে ভর্তি সহায়তা হিসেবে বিতরণ করা হয়। ২০২০-২১ অর্থবছরে ষষ্ঠ থেকে স্নাতক ও সমমান শ্রেণির ৫০৩ জন দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি নিশ্চিতকরণে ভর্তি সহায়তা হিসেবে ৩৩,৮৮,০০০ (তেত্রিশ লক্ষ আটাশি হাজার) টাকা প্রদান করা হয়।

অর্থবছর	শিক্ষার পর্যায়	শিক্ষার্থীর সংখ্যা	ভর্তি সহায়তা (টাকায়)	সর্বমোট (টাকায়)
২০২০-২১	মাধ্যমিক	২৭৪ জন	১৩,৭০,০০০	৩৩,৮৮,০০০
	উচ্চ মাধ্যমিক	১৩৬ জন	১০,৮৮,০০০	
	স্নাতক ও সমমান	৯৩ জন	৯,৩০,০০০	
২০১৯-২০	মাধ্যমিক	৭৬ জন	৩,৮০,০০০	১৩,২৬,০০০
	উচ্চ মাধ্যমিক	১০৭ জন	৮,৫৬,০০০	
	স্নাতক ও সমমান	০৯ জন	৯০,০০০	

২০১৮-১৯	মাধ্যমিক	৮৬ জন	২,৯৮,০০০	৫,৩৭,০০০
	উচ্চ মাধ্যমিক	৪৩ জন	১,৫৪,০০০	
	স্নাতক ও সমমান	১০ জন	৮৫,০০০	
২০১৭-১৮	মাধ্যমিক	১৩৪ জন	১৬৮,০০০	৪,৫৭,০০০
	উচ্চ মাধ্যমিক	৫৩ জন	১,৫৯,০০০	
	স্নাতক ও সমমান	০৬ জন	৩০,০০০	
২০১৬-১৭	মাধ্যমিক	১০২ জন	২,০৪,০০০	৩,৫৮,০০০
	উচ্চ মাধ্যমিক	৩৮ জন	১,১৪,০০০	
	স্নাতক ও সমমান	০৮ জন	৪০,০০০	
২০১৫-১৬	মাধ্যমিক	৪৩ জন	৮৬.০০০	২,২৭,০০০
	উচ্চ মাধ্যমিক	২৭ জন	৮১,০০০	
	স্নাতক ও সমমান	১২ জন	৬০,০০০	
২০১৪-১৫	মাধ্যমিক	৭০ জন	১,৪০,০০০	২,৪১,০০০
	উচ্চ মাধ্যমিক	২২ জন	৬৬,০০০	
	স্নাতক ও সমমান	০৭ জন	৩৫,০০০	
	সর্বমোট:	১,৩৫৬ জন	৩১,৪৬,০০০	৬৫,৩৪,০০০

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি নিশ্চিতকরণে ভর্তি সহায়তা প্রদান কার্যক্রমের ছবি

দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত শিক্ষার্থীদের চিকিৎসায় এককালীন চিকিৎসা অনুদান প্রদান:

দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের এককালীন চিকিৎসা অনুদান প্রদান নির্দেশিকার আলোকে চিকিৎসার ব্যয় নির্বাহের জন্য চিকিৎসা অনুদান প্রদান করা হয়। দুর্ঘটনার কারণে গুরুতর আহত দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের এককালীন চিকিৎসা অনুদান প্রদানের ফলে অর্থাভাবে চিকিৎসা বঞ্চিত শিক্ষার্থীদের শিক্ষায় ব্যঘাত ঘটবেনা তথা তাদের শিক্ষা কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা নিশ্চিত হবে। এ নির্দেশিকার আলোকে দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক এবং স্নাতক ও সমমান পর্যায়ের দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ১০ হাজার থেকে ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত এককালীন চিকিৎসা অনুদান হিসেবে প্রদান করা হয়। দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের চিকিৎসা ব্যয় নির্বাহের জন্য ১০ জন শিক্ষার্থীকে ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট থেকে এককালীন চিকিৎসা অনুদান হিসেবে ৪,৬০,০০০ (চার লক্ষ ষাট হাজার) টাকা প্রদান করা হয়।

অর্থবছর	শিক্ষার পর্যায়	অনুদান প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর সংখ্যা	চিকিৎসা অনুদান (টাকায়)	সর্বমোট (টাকায়)
২০২০-২১	মাধ্যমিক	৫ জন	২,২০,০০০	৪,৬০,০০০
	উচ্চ মাধ্যমিক	২ জন	৯০,০০০	
	স্নাতক ও সমমান	৩ জন	১,৫০,০০০	
২০১৯-২০	মাধ্যমিক	০৪ জন	১,৪৫,০০০	১,৯০,০০০
	উচ্চ মাধ্যমিক	০২ জন	৩৫,০০০	

	স্নাতক ও সমমান	০১ জন	১০,০০০	
২০১৮-১৯	মাধ্যমিক	--	--	১০,০০০
	উচ্চ মাধ্যমিক	--	--	
	স্নাতক ও সমমান	০১ জন	১০,০০০	
২০১৭-১৮	মাধ্যমিক	০১ জন	২৫,০০০	৪৫,০০০
	উচ্চ মাধ্যমিক	০০ জন	০০.০০	
	স্নাতক ও সমমান	০১ জন	২০,০০০	
২০১৬-১৭	মাধ্যমিক	০৬ জন	১,২০,০০০	১,৪৫,০০০
	উচ্চ মাধ্যমিক	০০ জন	০০.০০	
	স্নাতক ও সমমান	০১ জন	২৫,০০০	
২০১৫-১৬	মাধ্যমিক	০৪ জন	৭০,০০০	৭০,০০০
	উচ্চ মাধ্যমিক	০০ জন	০০.০০	
	স্নাতক ও সমমান	০০ জন	০০.০০	
২০১৪-১৫	মাধ্যমিক	০৬ জন	৯৫,০০০	৯৫,০০০
	উচ্চ মাধ্যমিক	০০ জন	০০.০০	
	স্নাতক ও সমমান	০০ জন	০০.০০	
	সর্বমোট:	৩৭ জন	১০,১৫,০০০ টাকা	১০,১৫,০০০ টাকা

দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত শিক্ষার্থীর চিকিৎসার ব্যয় নির্বাহে ট্রাস্ট হতে এককালীন চিকিৎসা অনুদান প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর ছবি।

শিক্ষা উপকরণ বিতরণঃ

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট থেকে ২০২০-২১ অর্থবছরে জেলা-উপজেলা পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষা উপকরণ বিতরণের অংশ হিসেবে পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার একটি স্কুল ও একটি মাদ্‌রাসার ১১০ (একশত দশ) জন দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীর মাঝে শিক্ষা উপকরণ হিসেবে শিক্ষার্থী প্রতি একটি করে স্কুল ব্যাগ, স্কেল ও জ্যামিতি বক্স বিতরণ করা হয়।

[পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলায় উপজেলা নির্বাহি কর্মকর্তা প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের পক্ষ থেকে দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করেন]

ব্যবস্থাপনা পরিচালকের জরুরি তহবিল থেকে আপৎকালীন আর্থিক সহায়তা প্রদানঃ

দেশের দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের আপৎকালীন আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের উদ্যোগে ব্যবস্থাপনা পরিচালকের জরুরি তহবিল পরিচালন নির্দেশিকা, ২০২০ প্রণয়ন করা হয়। প্রণয়নকৃত নির্দেশিকার আলোকে ২০২০-২১ অর্থবছরে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ০১ (এক) জন দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীকে ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা এবং স্নাতক পর্যায়ের ০২ (দুই) জন দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীকে (৫০,০০০ +২০,০০০) ৭০,০০০ (সত্তর হাজার) টাকা এককালীন আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।

ব্যবস্থাপনা পরিচালকের জরুরি তহবিল থেকে আপৎকালীন আর্থিক অনুদান বিতরণের ছবি

উচ্চ শিক্ষায় ফেলোশিপ ও বৃত্তি প্রদানঃ

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট থেকে এম.ফিল. ও পিএইচ.ডি. কোর্সে ফেলোশিপ ও বৃত্তি প্রদান নির্দেশিকার আলোকে ২০১৭-১৮ অর্থবছর থেকে উচ্চশিক্ষায় গবেষকদের উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে এম.ফিল. কোর্সে মাসিক ১০,০০০ টাকা হারে দু'বছর মেয়াদে এবং পিএইচ.ডি. কোর্সে মাসিক ১৫,০০০ টাকা হারে তিন বছর মেয়াদে ফেলোশিপ ও বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে এম.ফিল. কোর্সে ১৪ জন গবেষকের বিপরীতে ১২,৬০,০০০ (বার লক্ষ ষাট হাজার) টাকা এবং পিএইচ.ডি. কোর্সে ১৪ জন গবেষকের বিপরীতে ২৪,৩০,০০০ (চব্বিশ লক্ষ ত্রিশ হাজার) টাকা ফেলোশিপ ও বৃত্তি বাবদ ছাড় করা হয়।

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট থেকে এম.ফিল. কোর্সে ফেলোশিপ ও বৃত্তি প্রাপ্ত গবেষকের ছবি

২০১৭-১৮ অর্থবছর থেকে ২০২০-২১ অর্থবছর পর্যন্ত এম.ফিল. ও পিএইচ.ডি. কোর্সে ফেলোশিপ ও বৃত্তিপ্রাপ্ত গবেষকদের তথ্য

অর্থবছর	ফেলোশিপ ও বৃত্তি প্রদান	মেয়াদ	গবেষকের সংখ্যা
২০২০-২১	এম.ফিল. পর্যায়	দু'বছর	০৫ জন
	পিএইচ.ডি. পর্যায়	তিন বছর	০৭ জন
২০১৯-২০	এম.ফিল. পর্যায়	দু'বছর	০৬ জন
	পিএইচ.ডি. পর্যায়	তিন বছর	১০ জন
২০১৮-১৯	এম.ফিল. পর্যায়	দু'বছর	০৮ জন
	পিএইচ.ডি. পর্যায়	তিন বছর	০৪ জন
২০১৭-১৮	এম.ফিল. পর্যায়	দু'বছর	০১ জন
	পিএইচ.ডি. পর্যায়	তিন বছর	০০ জন
		সর্বমোট:	৪১ জন

বঙ্গবন্ধু স্কলার নির্বাচন ও বৃত্তি প্রদান

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি'র ৩৬ নং সিদ্ধান্ত মোতাবেক মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে এবং প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের সহযোগিতায় অনন্য মেধাবী শিক্ষার্থীদেরকে উৎসাহিতকরণের লক্ষ্যে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু স্কলার নির্বাচন ও বৃত্তি প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এই উদ্দেশ্যে ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু স্কলার নির্বাচন ও বৃত্তি প্রদান নির্দেশিকা, ২০২০ প্রণয়ন করা হয়। প্রণীত নির্দেশিকার আলোকে অনন্য মেধাবী শিক্ষার্থীদেরকে স্বীকৃতি ও উৎসাহ প্রদানের জন্য দেশের মধ্যে সকল সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ১৩ (তেরো) টি অধিক্ষেত্রে (সামাজিক বিজ্ঞান, কলা ও মানবিক, ব্যবসায় শিক্ষা, আইন, ভৌত বিজ্ঞান, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং টেকনোলজি, বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান, শিক্ষা ও উন্নয়ন, চিকিৎসা, চারুকারু, কৃষি বিজ্ঞান এবং মাদরাসা শিক্ষা) প্রত্যেক অধিক্ষেত্রে ০১ (এক) জন করে ১৩ (তেরো) জন অনন্য মেধাবী শিক্ষার্থীকে বঙ্গবন্ধু স্কলার হিসেবে নির্বাচন করে সম্মাননা স্বরূপ এককালীন ৩ লক্ষ টাকার একাউন্ট পে-চেক, ১টি সার্টিফিকেট ও ১টি ক্রেস্ট প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়।

[বঙ্গবন্ধু স্কলার নির্বাচন ও বৃত্তি প্রদান নির্দেশিকা, ২০২০ প্রণয়ন সংক্রান্ত সভার উপস্থিতি]

■ প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট কর্তৃক ০৪টি নির্দেশিকা প্রণয়ন

২০২০-২১ অর্থবছরে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট হতে ০৪টি নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়।

ক) দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের এককালীন আর্থিক অনুদান প্রদান নির্দেশিকা, ২০২০।

খ) দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি নিশ্চিতকরণে আর্থিক সহায়তা প্রদান নির্দেশিকা, ২০২০।

গ) ব্যবস্থাপনা পরিচালক -এর জরুরি তহবিল পরিচালন নির্দেশিকা, ২০২০।

ঘ) "বঙ্গবন্ধু স্কলার" নির্বাচন ও বৃত্তি প্রদান নির্দেশিকা, ২০২০।

■ শিক্ষা সহায়তা ব্যবস্থাপনা ও উপবৃত্তি বাস্তবায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনায় ২০২০-২১ অর্থবছরে 'শিক্ষা সহায়তা ব্যবস্থাপনা ও উপবৃত্তি বাস্তবায়ন' বিষয়ক ৪০টি প্রশিক্ষণ কর্মশালা জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে (ভার্চুয়ালী) আয়োজন করা হয়। প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের অংশীজন হিসাবে বর্ণিত কর্মশালায় জেলা প্রশাসন, জেলা শিক্ষা অফিস, উপজেলা প্রশাসন, সরকারি-বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান, জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট জেলার বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার বক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন। অর্থের অভাবে শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য উপবৃত্তি বিতরণ সংক্রান্ত কার্যক্রমসহ অন্যান্য নানা বিষয়ে সংশ্লিষ্ট অংশগ্রহণকারীদের সাথে দিনব্যাপী আয়োজিত উক্ত প্রশিক্ষণ কর্মশালায় আলোচনা করা হয়। প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে প্রকৃত দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী নির্বাচন ও তাদের মাঝে উপবৃত্তি, টিউশন ফি, ভর্তি সহায়তা ও চিকিৎসা অনুদান প্রদান কার্যক্রমসমূহ আরো সহজতর হয়। 'শিক্ষা সহায়তা ব্যবস্থাপনা ও উপবৃত্তি বাস্তবায়ন' বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রাপ্ত মতামত ও সুপারিশসমূহ পর্যালোচনা করে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।

'শিক্ষা সহায়তা ব্যবস্থাপনা ও উপবৃত্তি বাস্তবায়ন' বিষয়ক জেলা পর্যায়ে ভার্চুয়াল প্রশিক্ষণ কর্মশালা ০৯ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে উদ্বোধন করেন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব জনাব মো: মাহবুব হোসেন।]

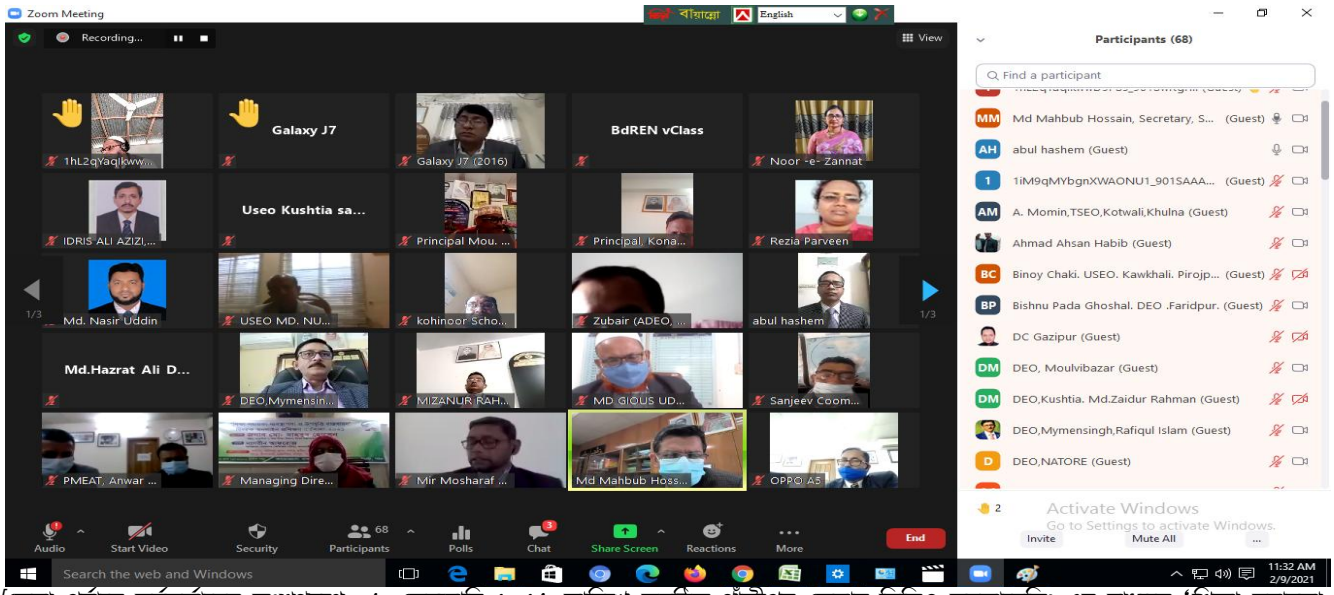

[জেলা পর্যায়ে কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে ০৯ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত গাঁজীপুর জেলায় ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে 'শিক্ষা সহায়তা ব্যবস্থাপনা ও উপবৃত্তি বাস্তবায়ন' বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় ভার্চুয়ালি সংযুক্ত কর্মকতাগণ]

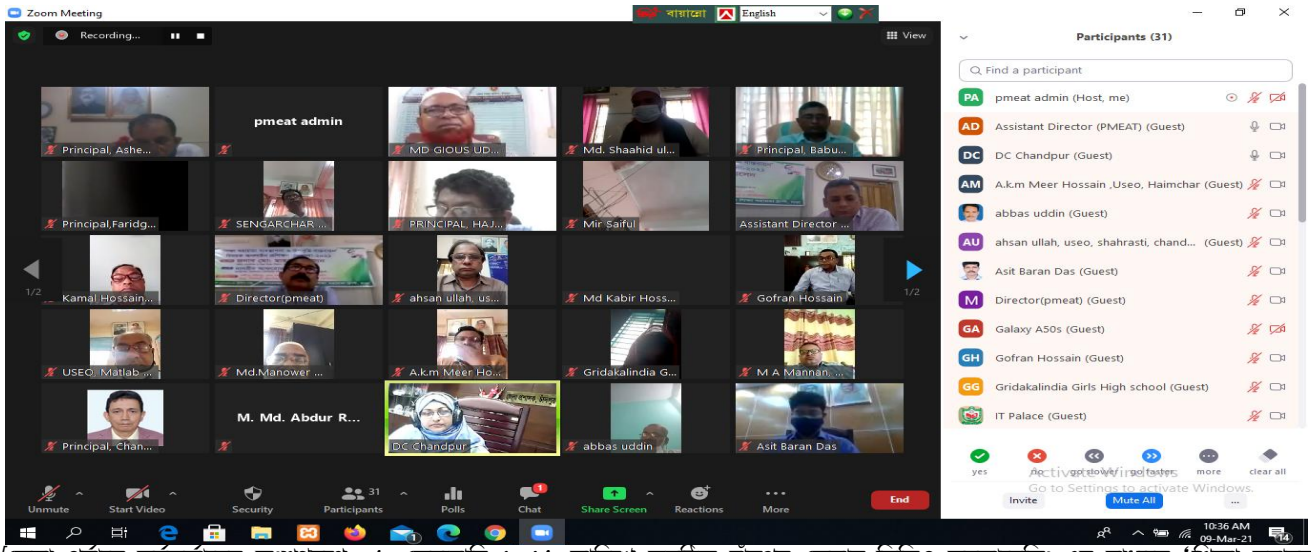

[জেলা পর্যায়ে কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে ০৯ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত চাঁদপুর জেলায় ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে 'শিক্ষা সহায়তা ব্যবস্থাপনা ও উপবৃত্তি বাস্তবায়ন' বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় ভার্চুয়ালি সংযুক্ত কর্মকতাগণ]

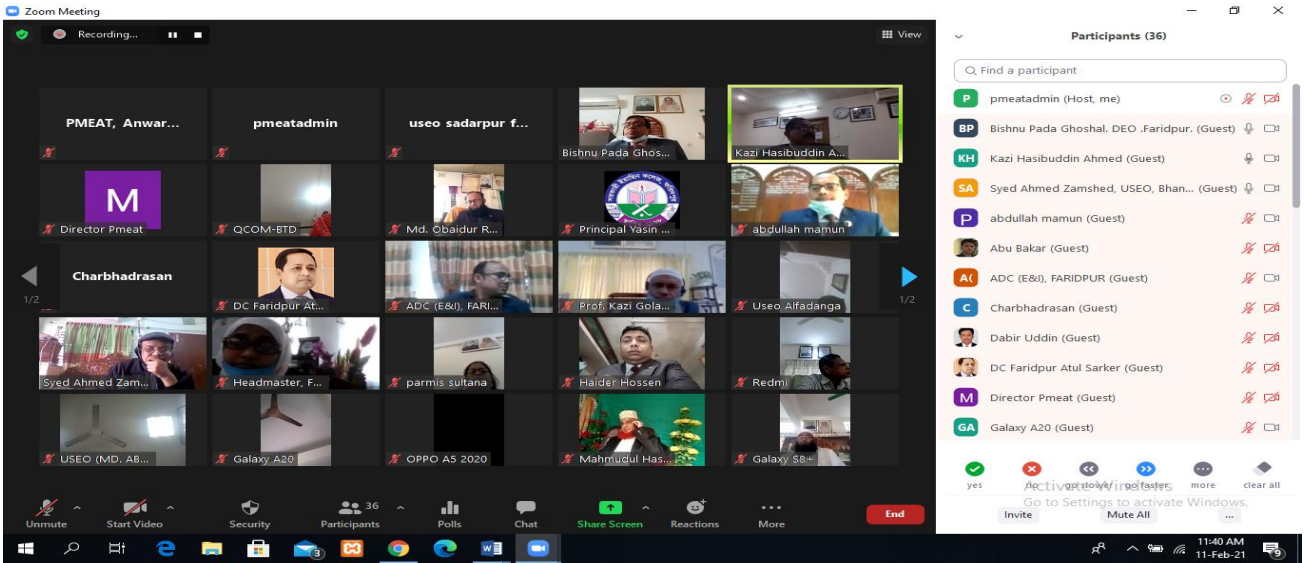

[জেলা পর্যায়ে কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে ০৯ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত ফরিদপুর জেলায় ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে 'শিক্ষা সহায়তা ব্যবস্থাপনা ও উপবৃত্তি বাস্তবায়ন' বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় ভার্চুয়ালি সংযুক্ত কর্মকতাগণ]

অভ্যন্তরীন প্রশিক্ষণ/কর্মশালা আয়োজন

সরকারি কর্মচারীদের জন্য বছরে নূন্যতম ৫০ ঘন্টা অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ প্রদানের নির্দেশনার আলোকে ২০২০-২১ অর্থবছরে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের কর্মকর্তা-কর্মচারীদেকে মোট ১৩ কার্যদিবসে ৭৮ জন ঘন্টা প্রশিক্ষণ/কর্মশালা আয়োজন করা হয়।

ক্রম.	বিষয়	তারিখ	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	প্রশিক্ষণ ঘন্টা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
১.	প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট ও HSP এর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য 'ই-ফাইলিং (নথি) সিস্টেম এবং ইন্টারনেট ও সাইবার সিকিউরিটি'র উপর ০২ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ আয়োজন	১৬ ও ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২০ খ্রি.	১ম শ্রেণির কর্মকর্তা ১৬ জন ২য় শ্রেণির কর্মকর্তা ০১ জন ৩য় শ্রেণির কর্মচারী ০৯ জন সর্বমোট: ২৬ জন	১২ ঘন্টা
২.	ট্রাস্ট ও HSP এর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য 'আর্থিক ব্যবস্থাপনা' বিষয়ক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ আয়োজন	১১ অক্টোবর ২০২০ খ্রি.	১ম শ্রেণির কর্মকর্তা ১৬ জন ২য় শ্রেণির কর্মকর্তা ০১ জন ৩য় শ্রেণির কর্মচারী ০৯ জন সর্বমোট: ২৬ জন	০৬ ঘন্টা
৩.	ট্রাস্ট ও HSP এর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য 'অফিস ব্যবস্থাপনা (সচিবালয় নির্দেশমালা, ২০১৪)' শীর্ষক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ আয়োজন	০৫ নভেম্বর ২০২০ খ্রি.	১ম শ্রেণির কর্মকর্তা ১৩ জন ২য় শ্রেণির কর্মকর্তা ০১ জন ৩য় শ্রেণির কর্মচারী ০৯ জন সর্বমোট: ২৪ জন	০৬ ঘন্টা
৪.	আর্থিক সহায়তা ও আর্থিক অনুদান প্রদান কার্যক্রম অনলাইনকরণ (পাইলটিং) বিষয়ক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন	০২ ডিসেম্বর ২০২০ খ্রি.	১ম ও ২য় শ্রেণির কর্মকর্তা ৯ জন ৩য় শ্রেণির কর্মচারী ০৭ জন নারায়ণগঞ্জ ও মুন্সিগঞ্জ জেলার ২১ জন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী সর্বমোট: ৩৭ জন	০৬ ঘন্টা
৫.	২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি (APA) বাস্তবায়ন, মূল্যায়ন, প্রমাণক সংরক্ষণ ও সরবরাহ এবং (APAMS) এন্ট্রিতে দক্ষতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন	২৭ ডিসেম্বর ২০২০ খ্রি.	১ম ও ২য় শ্রেণির কর্মকর্তা ৭ জন ৩য় শ্রেণির কর্মচারী ১১ জন সর্বমোট: ১৮ জন	০৬ ঘন্টা
৬.	২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা'র কার্যক্রম ৪.১ উদ্ভাবন ও সেবা সহজিকরণে 'ই.এফ.টি. কার্যক্রম এবং ট্যাক্স দাখিল' বিষয়ক ০১ (এক) দিনের প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন।	০৩ ফেব্রুয়ারি ২০২১ খ্রি.	১ম ও ২য় শ্রেণির কর্মকর্তা ৭ জন ৩য় শ্রেণির কর্মচারী ১১ জন সর্বমোট: ১৮ জন	০৬ ঘন্টা
৭.	বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২০-২১ এর কার্যক্রম ৪.৩ অনুযায়ী সেবা সহজীকরণে ট্রাস্টের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে `Blue Economy & PPR' এর উপর দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ।	৩১ মার্চ ২০২১ খ্রি.	১ম ও ২য় শ্রেণির কর্মকর্তা ৬ জন ৩য় শ্রেণির কর্মচারী ১০ জন সর্বমোট: ১৬ জন	০৬ ঘন্টা
৮.	কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে 'উদ্ভাবন ও সেবা সহজীকরণ' বিষয়ে দু'দিনব্যাপী কর্মশালা আয়োজন।	২৪ ও ২৫ মে ২০২১ খ্রি.	১ম শ্রেণির কর্মকর্তা ৫ জন ৩য় শ্রেণির কর্মচারী ১১ জন সর্বমোট: ১৬ জন	১২ ঘন্টা
৯.	'উদ্ভাবন ও সেবা সহজীকরণ' ই.এফ.টি. দাখিল বিষয়ক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন।	৩১ মে ২০২১ খ্রি.	১ম শ্রেণির কর্মকর্তা ৭ জন ৩য় শ্রেণির কর্মচারী ১১ জন সর্বমোট: ১৮ জন	০৬ ঘন্টা
১০.	২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা'র কার্যক্রম ৪.২ অনুযায়ী উদ্ভাবনে সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ট্রাস্ট ও HSP এর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন।	২৯ জুন ২০২১ খ্রি.	ট্রাস্ট অফিসের ১৬ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী HSP এর ১০ জন কর্মকর্তা সর্বমোট: ২৬ জন	০৬ ঘন্টা
১১.	জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২০-২১ এর কার্যক্রম ২.৪ অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট ও HSP -এর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে সুশাসন সংক্রান্ত দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ আয়োজন।	৩০ জুন ২০২১ খ্রি.	ট্রাস্ট অফিসের ১৬ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী HSP এর ১০ জন কর্মকর্তা সর্বমোট: ২৬ জন	০৬ ঘন্টা
			সর্বমোট	৭৮

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ/প্রশিক্ষণ কর্মশালার বর্ষপঞ্জী অনুয়ায়ী ২০২০-২১ অর্থবছরে নির্ধারিত সেবাসমূহের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন কার্যক্রমের বিষয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রশিক্ষণ/প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন করা হয়।

[প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টে ১৮ আগস্ট ২০২০ খ্রি. তারিখ 'ই-স্টাইপেন্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম' এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব জনাব মোঃ মাহবুব হোসেন।]

[আর্থিক সহায়তা ও আর্থিক অনুদান প্রদান কার্যক্রম অনলাইনকরণ (পাইলটিং) বিষয়ে ০২ ডিসেম্বর ২০২০ খ্রি. তারিখে আয়োজিত দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালার ছবি]

[A.P.A. বাস্তবায়ন, মূল্যায়ন, প্রমাণক সংরক্ষণ ও সরবরাহ এবং (APAMS) এন্ট্রিতে দক্ষতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত বিগত ২৭ ডিসেম্বও ২০২০ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজনের ছবি]

[উদ্ভাবন ও সেবা সহজিকরণের অংশ হিসেবে ই.এফ.টি. কার্যক্রম এবং ট্যাক্স দাখিল বিষয়ক ০৩ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখ অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজনের ছবি]

[আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ১১ অক্টোবর ২০২০ তারিখ অনুষ্ঠিত অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ আয়োজনের ছবি]

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ উদযাপন

ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ উদযাপন উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের উদ্যোগে ট্রাস্টের সম্মেলন কক্ষে এক আলোচনা সভা আয়োজন করা হয়।

[ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ ২০২১ উপলক্ষে ট্রাস্টের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভার ছবি]

■ জাতির পিতার জন্মশত বার্ষিকী উদযাপন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এঁর জন্মশত বার্ষিকী উদযাপন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর **জন্মশত বার্ষিকী** উদযাপন উপলক্ষে ১৭ মার্চ ২০২১ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচির অংশ হিসেবে ট্রাস্টের সম্মেলন কক্ষে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। উক্ত আলোচনা সভার শেষে ট্রাস্ট অফিসে স্থাপিত বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্নারে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুস্পস্তবক অর্পন করা হয়।

[প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের পক্ষ থেকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০১তম জন্মবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্ত্রী উপলক্ষে ট্রাস্টের সম্মেলন কক্ষে আলোচনা অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।]

[বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০১তম জন্মবার্ষিকী এবং স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে ট্রাস্টের সম্মেলন কক্ষে আলোচনা শেষে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্নারে রক্ষিত প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়]

ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ২০২০ ভার্চুয়াল মেলায় অংশগ্রহণ

বাংলাদেশের মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নসহ সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ার লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দশটি বিশেষ উদ্যোগ (ব্র্যান্ডিং) এর একটি হচ্ছে শিক্ষা সহায়তা কার্যক্রম; এ সহায়তা কার্যক্রমের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট। ট্রাস্টের আওতায় পরিচালিত সেবাসমূহ বিশেষ করে উপবৃত্তি, টিউশন ফি, ভর্তি সহায়তা ও দুর্ঘটনায় আর্থিক অনুদানসহ সকল কার্যক্রম ডিজিটাল পদ্ধতিতে সম্পাদন করার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে সকল উপবৃত্তি কার্যক্রম অনলাইনকরণ করা হয়েছে। মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মো. আবদুল হামিদ ৯ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের উদ্যোগে আয়োজিত ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড ২০২০ ভার্চুয়াল মেলা উদ্বোধন করেন। উক্ত মেলায় প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট অংশগ্রহণ করে।

■ জাতীয় শোক দিবস ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ৪৫ তম শাহাদাত বার্ষিকী উদযাপন

জাতীয় শোক দিবস ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৪৫ তম শাহাদাৎ বার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে ১৬ আগস্ট ২০২০ খ্রি. তারিখে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচি অনুযায়ী সকাল ১১:০০ টায় ট্রাস্টের সম্মেলন কক্ষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান -এঁর জীবনাদর্শ ও বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে আলোচনা শেষে মিলাদ-মাহফিলের আয়োজন করা হয়। উক্ত আলোচনা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক। অনুষ্ঠান শেষে ট্রাস্টের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

[জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৪৫ তম শাহাদাৎ বার্ষিকীতে ট্রাস্ট কর্তৃক আলোচনা এবং মিলাদ-মাহফিল আয়োজনের ছবি]

[জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৪৫ তম শাহাদাৎ বার্ষিকীতে ট্রাস্ট কর্তৃক বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের ছবি]

■ মহান বিজয় দিবস ২০২০ উদযাপন

মহান বিজয় দিবস ২০২০ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট কর্তৃক জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণ শীর্ষক আলোচনা সভা আয়োজন করা হয়।

[মহান বিজয় দিবস ২০২০ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের সম্মেলন কক্ষে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অংশগ্রহণে ব্যবস্থাপনা পরিচালকের সভাপতিত্বে 'জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মান' শীর্ষক এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়]

■ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ও শহিদ দিবস উদযাপন

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ও শহিদ দিবস উদযাপন উপলক্ষে ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২১ খ্রিস্টাব্দ প্রভাতে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারের শহিদ বেদিতে ট্রাস্টের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করা হয়।

[মহান ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২১ খ্রিস্টাব্দের প্রভাতে শহিদ বেদিতে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা হয়।]

■ উপবৃত্তি ও টিউশন ফি বাবদ প্রদত্ত অর্থ

সকল সরকারি-বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ষষ্ঠ থেকে স্নাতক ও সমমান শ্রেণির শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তির আবেদন অনলাইনে গ্রহণ করে উপবৃত্তি ও টিউশন ফি'র অর্থ ইএফটিএন এবং অনলাইন বাংকিংয়ের মাধ্যমে সরাসরি উপকারভোগী শিক্ষার্থীকে প্রদান করা হচ্ছে।

ক) স্নাতক ও সমমান শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বাৎসরিক উপবৃত্তি ও টিউশন ফি বাবদ প্রদত্ত অর্থের পরিমাণঃ

- **সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান**

ক্রম:	বিবরণ (শিক্ষার্থী প্রতি বার্ষিক)	প্রদত্ত টাকার পরিমাণ
১.	উপবৃত্তি বাবদ (১২X মাসিক ২০০)	২৪০০ টাকা
২.	বই-পুস্তক ক্রয় বাবদ	১৫০০ টাকা
৩.	ফরম পূরণ বাবদ	১০০০ টাকা
	মোট প্রদত্ত টাকার পরিমাণঃ	**৪,৯০০ টাকা**

- **বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান**

ক্রম:	বিবরণ (শিক্ষার্থী প্রতি বার্ষিক)	প্রদত্ত টাকার পরিমাণ
১.	উপবৃত্তি বাবদ (১২X মাসিক ২০০)	২৪০০ টাকা
২.	বই-পুস্তক ক্রয় বাবদ	১৫০০ টাকা
৩.	ফরম পূরণ বাবদ	১০০০ টাকা
৪.	টিউশন ফি বাবদ (১২X মাসিক ৬০)	৭২০ টাকা
	মোট প্রদত্ত টাকার পরিমাণঃ	**৫,৬২০ টাকা**

খ) প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের আওতায় পরিচালিত সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচি (HSP) -এর মাধ্যমে উপবৃত্তি ও টিউশন ফি বাবদ প্রদত্ত অর্থের পরিমাণঃ

শ্রেণি	উপবৃত্তি ও টিউশন ফি	শ্রেণি	উপবৃত্তি ও টিউশন ফি
৬ষ্ঠ-৭ম শ্রেণি	২,৮২০ টাকা	৮ম শ্রেণি	৩,৪২০ টাকা
৯ম শ্রেণি	৪,২০০ টাকা	১০ম শ্রেণি	৫,২০০ টাকা
১১শ শ্রেণি	৭,২৬০ টাকা (বিজ্ঞান) ৬,৫৮০ টাকা (অন্যান্য)	১২শ শ্রেণি	৭,২৬০ টাকা (বিজ্ঞান) ৬,৫৮০ টাকা (অন্যান্য)

- ২০১২-১৩ থেকে ২০২০-২১ অর্থবছর পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের মাধ্যমে স্নাতক ও সমমান পর্যায়ের (ডিগ্রী ১ম, ২য় ও ৩য় বর্ষের) শিক্ষার্থীদের মাঝে উপবৃত্তি ও সংশ্লিষ্ট বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাঝে টিউশন ফি বাবদ বিতরণকৃত অর্থের হিসাব-

অর্থবছর	উপবৃত্তির বছর	বিতরণের তারিখ	উপবৃত্তি ও টিউশণ ফি বাবদ ব্যয়
২০২০-২১	২০২১	২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২১	৯৭,০৯,৮৫,৫৮০ টাকা
২০১৯-২০	২০২০	১৪ মে ২০২০	১১০,৯৮,৯২,৩৪০ টাকা
২০১৭-১৮	২০১৮	২৯ ডিসেম্বর ২০১৮	১৩৭,৬০,৮৪,০৪০ টাকা
২০১৬-১৭	২০১৭	১৩ জুলাই ২০১৭	১৩৪,২৪,৭৫,৪৬০ টাকা
২০১৫-১৬	২০১৬	২৩ জুন ২০১৬	১১৩,৬১,৩৩,৫৬০ টাকা
২০১৪-১৫	২০১৫	২৬ এপ্রিল ২০১৫	৯১,৬৫,০৩,৯৮০ টাকা
২০১২-১৩	২০১৩	৩০ জুন ২০১৩	৭২,৯৫,৩২,২০০ টাকা
		সর্বমোট:	৭৫৮,১৬,০৭,১৬০ টাকা

■ ২০২০-২১ অর্থবছরে রাজস্ব বাজেট থেকে প্রাপ্তি ও খরচ

২০২০-২১ অর্থবছরে অনুন্নয়ন বাজেটে ১২৫-১২৫০১-১৩২০১১৭০০ প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট-এর অনুকূলে বরাদ্দকৃত সর্বমোট ৩,৬৪,৩০,০০০ (তিন কোটি চৌষট্টি লক্ষ ত্রিশ হাজার) টাকার ০১ জুলাই ২০২০ থেকে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত মোট ব্যয় ও অব্যয়িতের বিবরণী নিম্নরূপ:

অর্থনৈতিক কোড	ব্যয় খাতেরবিবরণ (২০২০-২১)	বরাদ্দের পরিমাণ	মোট ব্যয়	মোট অব্যয়িত অর্থ
৩৬৩১-আর্বতক অনুদান				
৩৬৩১১০১-(ক) বেতন বাবদ সহায়তা		৮৫২০০০০	৭৪৩৭৫৮৮	১০৮২৪১২
৩৬৩১১০২-(খ) ভাতাদি বাবদ সহায়তা		৭৮৭০০০০	৬১৩১৭১৪	১৭৩৮২৮৬
৩৬৩১১০৩-(গ) পণ্য ও সেবা বাবদ সহায়তা		১৪৭৪০০০০	১১৭৬৩৪৫৭	২৯৭৬৫৪৩
৪১১২৩১০	অফিস সরঞ্জামাদি	৭০০০০০	৩০৯৫৫	৬৬৯০৪৫
৪১১২২০২	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক	৫০০০০০	২৮৪২৪২	২১৫৭৫৮
৪১১২৩১৪	আসবাবপত্র	২০০০০০	২৫৩১৩	১৭৪৬৮৭
৩৮২১১১৭	বৃত্তি/মেধাবৃত্তি	৩৯০০০০০	০	৩৯০০০০০
সর্বমোট আবর্তক অুদান ও মূলধন অনুদান		৩৬৪৩০০০০	২৫৬৭৩২৬৯	১০৭৫৬৭৩১

■ করোনাকালীন ট্রাস্ট কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম

ক) বাংলাদেশে প্রথম করোনাভাইরাসের (কোভিড-১৯) উপস্থিতি বিগত ০৮ মার্চ ২০২০ তারিখে দৃশ্যমান হওয়ায় সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী করোনা মহামারী মোকাবেলায় প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মাঝে ট্রাস্ট কর্তৃক সুরক্ষা/নিরাপত্তা সামগ্রী হ্যান্ড স্যানিটাইজার, হ্যান্ড গ্লাভস, মাস্ক ও পিপিই বিতরণ করা হয়।

খ) করোনা মহামারী মোকাবেলায় সরকারের গৃহীত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট অফিসে সেবা নিতে আসা সেবা গ্রহীতাদের মাঝে 'নো মাস্ক, নো সার্ভিস' সেবা চালু করা হয়।

গ) (কোভিড-১৯) করোনা মহামারীর সময়ে অফিসিয়াল কার্যক্রমসহ সকল সভা/সেমিনার এবং জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে *'শিক্ষা সহায়তা ব্যবস্থাপনা ও উপবৃত্তি বাস্তবায়ন' বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা* জুমএ্যাপের মাধ্যমে আয়োজন করা হয়।

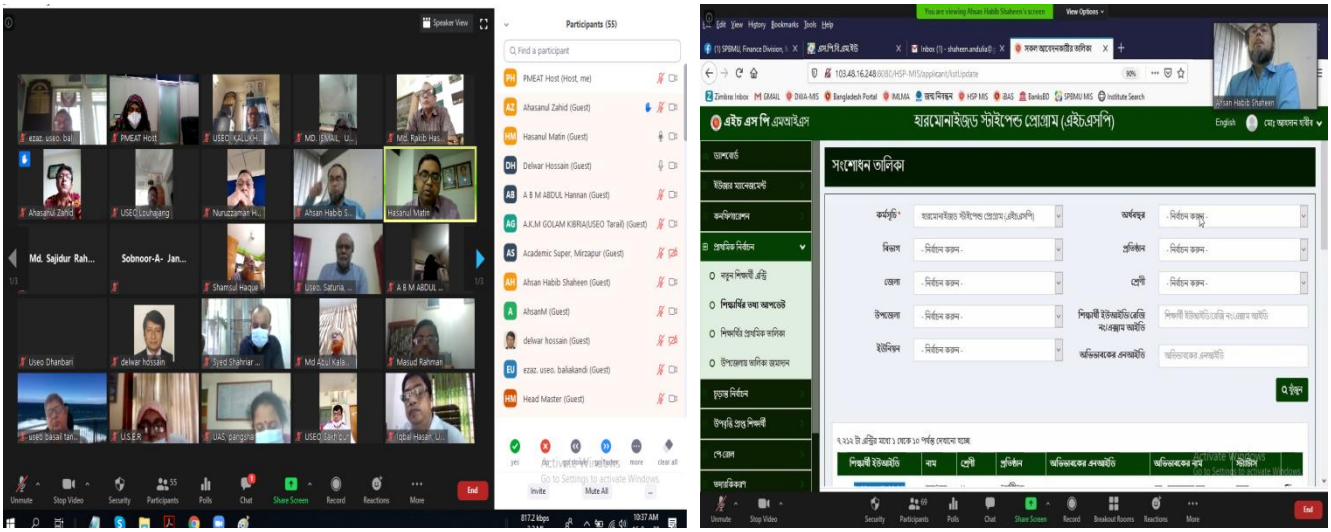

[উচ্চ মাধ্যমিক এবং ৬ষ্ঠ ও ৯ম শ্রেণির উপবৃত্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম HSP MIS ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের আওতায় সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচি (HSP) কর্তৃক ১০ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখ উপজেলা/থানা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে (ভার্চুয়ালি) অনলাইনে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের ছবি।]

উদ্ভাবন (ইনোভেশন) কার্যক্রম

➢ দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি নিশ্চিতকরণে ভর্তি সহায়তা প্রদানের ডিজিটাল পদ্ধতিঃ

সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্য বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের ভর্তি সহায়তা প্রদান কার্যক্রমকে অনলাইনভিত্তিক করার ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। দরিদ্র পরিবারের মেধাবী শিক্ষার্থীদেরকে ভর্তি সহায়তা প্রদানের আবেদন অনলাইনে নির্ধারিত সময়ে ডিজিটাল পদ্ধতিতে গ্রহণের জন্য একটি সফটওয়্যার তৈরি করা হয়। দেশের সকল সরকারি/বেসরকারি/এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ডাটাবেজে উক্ত সফটওয়্যারে সংযুক্ত করা হয়, যাতে করে ছাত্র-ছাত্রীরা ঘরে বসে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির লক্ষ্যে ভর্তি সহায়তার জন্য অনলাইনে আবেদন করতে পারে। অনলাইনে ভর্তি সহায়তা প্রদান করার ফলে এ সেবাটি আরো সহজ, স্বচ্ছ ও টেকসই হওয়ার পাশাপাশি সুবিধাভোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং শিক্ষার্থীর সময় ও অর্থের অপচয় হ্রাস হয়।

➢ দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের এককালীন চিকিৎসা অনুদান প্রদান কার্যক্রম ডিজিটালাইজডকরণঃ

দুর্ঘটনার কারণে গুরুতর আহত দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের এককালীন চিকিৎসা অনুদান প্রদানের ফলে অর্থাভাবে চিকিৎসা বঞ্চিত শিক্ষার্থীদের শিক্ষায় ব্যঘাত ঘটবেনা তথা তাদের শিক্ষা কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা নিশ্চিত হবে। এ কার্যক্রমকে আরো সহজ, নির্বিঘ্ন ও শিক্ষার্থীবান্ধব করার জন্য ২০২০-২১ অর্থবছরে সেবা সহজীকরণ ও উদ্ভাবনী ধারণা হিসেবে একটি যুগোপযোগী সফটওয়্যার তৈরি করা হয়। এ সফটওয়্যার ব্যবহারের মাধ্যমে দুর্ঘটনার কারণে গুরুতর আহত দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীরা প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংযুক্ত কওে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানের মাধ্যমে চিকিৎসা অনুদানের জন্য প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট বরাবর আবেদন করতে পারে।

২০২০-২১ অর্থবছরে উদ্ভাবনী ধারণা/উদ্যোগ হিসেবে 'অনলাইনে দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের ভর্তি সহায়তা' কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব) জনাব নাসরীন আফরোজ-কে অভিনন্দন স্বরূপ সনদ প্রদান করেন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব, জনাব মোঃ মাহবুব হোসেন।

■ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর লিখিত নির্দেশনা:

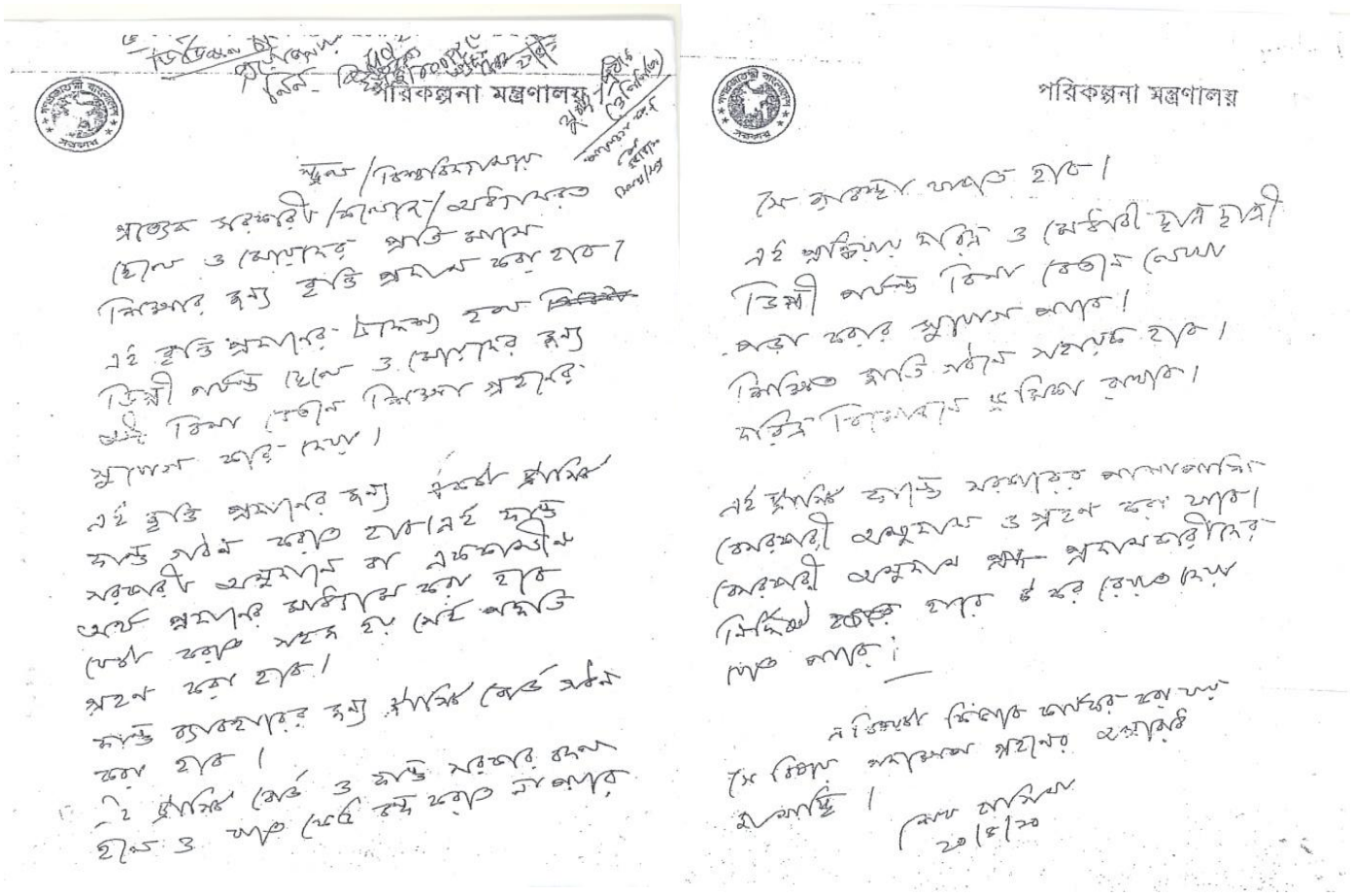

[গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০ এপ্রিল ২০১০ খ্রিস্টাব্দে অর্থের অভাবে শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে 'ট্রাস্ট ফান্ড' গঠনের লক্ষ্যে লিখিত নির্দেশনা প্রদান করেন।]

■ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সাথে ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (A.P.A.) ২০২১-২২ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে সম্পাদিত হয়।

[সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সাথে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক -এর বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (A.P.A.) ২০২১-২২ স্বাক্ষরের ছবি]

প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট
বাড়ি নং-৪৪, সড়ক নং-১২/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯
ওয়েবসাইটঃ **www.pmeat.gov.bd**
e-mail: md@pmeat.gov.bd
ফোনঃ ০২-৫৫০০০৪২৩ ফ্যাক্সঃ ০২-৮১৯১০১৯